# সাট্‌সা বুলেটিন

STATE AGRICULTURAL TECHNOLOGISTS' SERVICE ASSOCIATION
satsa
WEST BENGAL
www.satsawb.org

২১তম সংখ্যা, নভেম্বর ২০১২


## সম্পাদকীয়

### তুমি কেবল লুটেপুটে পেট পোরাবে ঠেসে ঠুসে

দুর্নীতির কালো মেঘে যেন আঁধার নেমেছে, সম্প্রতি কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেলের রিপোর্টে ধরা পড়েছে কয়লা কেলেঙ্কারী যেখানে ভারত সরকারের লোকসানের পরিমাণ প্রায় ১.৮৬ লক্ষ কোটি। ঐ রিপোর্ট মোতাবেক অতি স্বল্পমূল্যে কয়লা খাদানের বরাত দেওয়ার ফলে গোটা টাকাটাই নাকি ভেট দেওয়া হয়েছে বৃহৎ বেসরকারী সংস্থাগুলিকে। দেশের সম্পদ যথেচ্ছ লুঠ হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বগণ। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে প্রায় ৫.৫ লক্ষ কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছে বলে সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হয়েছে। খুচরো ব্যবসায়ে সরাসরি বিদেশী বিনিয়োগ বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন কেন্দ্রিয় সরকার। এরফলে প্রভূত লাভবান হবে ওয়ালমার্ট, কারেফোরের মত বহুজাতিক সংস্থা। দেশে মাল কেনাবেচার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের মত ক্ষতিগ্রস্থ হবেন কৃষককুল। প্রথম দিকে কিছুটা লাভের মুখ দেখলেও পরবর্তীতে বহুজাতিক কোম্পানীর নির্ধারিত মূল্যেই মাল বিক্রি করে "সাফারিং ইন্ডিয়াতে" নাম লেখাতে হবে তাঁদের। পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সারের দামও উর্দ্ধমুখি। সম্প্রতি ইউরিয়া সারের দামও পুনরায় বৃদ্ধি করা হল। এসবই নাকি জনস্বার্থে করা হচ্ছে। চাষের খরচ বৃদ্ধি হচ্ছে অথচ উৎপাদিত ফসলের কাঙ্খিত দাম নেই এ কোন হ য ব র ল এর পরিস্থিতি। পেনশন, বীমায় ব্যাঙ্কে দরাজ বক্ষে বিদেশী লগ্নি করিয়ে কার স্বার্থ দেখা হচ্ছে? দেশের প্রায় ২২ কোটি মানুষের স্বার্থ-এর সঙ্গে জড়িত, এ ব্যবস্থায় দেশের মানুষকে নিঃস্ব করার ব্রত ধর্ম পালন করা হচ্ছে বলে বিশেষজ্ঞরা মত প্রকাশ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ জাতীয় সংগীতে লিখেছিলেন—

এ কি অন্ধকার এ ভারত ভূমি!
বুঝি, পিতা, তারে ছেড়ে গেছ তুমি
প্রতি পলে পলে ডুবে রসাতলে—কে তারে উদ্ধার করিবে!!

তিনি আহ্বান জানিয়েছিলেন আত্মশক্তিতে বলীয়ান হতে হবে। মানুষের মধ্যে বিবেকবোধ জাগ্রত করে অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। চিহ্নিত করতে হবে তথাকথিত ভক্ত সেজে যারা মন্দির কলুষিত করতে এসেছে। ব্যর্থ প্রাণের আর্বজনা পুড়িয়ে ফেলে আগুন জ্বালবার আহ্বানও জানিয়েছিলেন তিনি। যাতে "কলঙ্কিত পরমাণু রাশি" পুড়ে খাক হয়ে যায়।

দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই বড় কঠিন। তাতে প্রতি পদে বাধা। বেহুলা-লখিন্দরের লৌহ বাসরে সামান্য ছিদ্র দিয়ে যেমন সাপের প্রবেশ হয়েছিল সেইরকম বহু ছিদ্রের সমাবেশে সৃষ্ট এই সামাজিক ব্যবস্থা। কিন্তু এই ব্যবস্থার মধ্যেই মানুষের তথা কৃষক সমাজ যাঁরা নিরন্তর প্রয়াসে সমাজের খাদ্য সুরক্ষা যোগাতে পরিশ্রম করছেন তাঁদের পরিষেবায় ত্রুটিহীন ও দুর্নীতিমুক্ত পরিবেশ তৈরি করতে হবে। রাজ্যে সরকারী প্রশাসনে তার সূচনা হয়েছে, যা সত্যিই শুভলক্ষণ। লক্ষ্য রাখতে হবে তা যেন একটা দীর্ঘ মেয়াদি সামগ্রিক ব্যবস্থা তৈরি করে সমস্ত সাংগঠনিক শক্তিকে সংহত করে কৃষকের সেবায় তা নিয়োজিত হয়। কৃষি ও কৃষকের উন্নতির পথে যা একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ রূপে চিহ্নিত থাকবে।

## সাট্‌সা কেন্দ্রীয় কমিটির ৬ষ্ঠ সভার প্রতিবেদন

গত ০৮.০৯.১২ ও ০৯.০৯.১২ তারিখে শ্রী দীপঙ্কর ভদ্রের সভাপতিত্বে কেন্দ্রীয় কমিটির (২০১১-২০১২) ষষ্ঠ সভা সাট্‌সা ভবনে অনুষ্ঠিত হল। বাস দুর্ঘটনায় নিহত আমাদের প্রিয় সদস্য শ্রী রামচন্দ্র বেস্‌রার স্মৃতির উদ্দেশ্যে নীরবতা পালনের মধ্য দিয়ে সভার সূচনা হয়। সভাপতির অনুরোধক্রমে সাধারণ সম্পাদক শ্রী গৌতম ভৌমিক, কৃষি দপ্তর এবং অধিকরণের কার্যপ্রণালীর প্রেক্ষিতে সংগঠনের ভাবনাচিন্তা ও কর্মসূচী সম্পর্কে সভাকে অবহিত করেন ও উপস্থিত সদস্যদের মতামত জানানোর অনুরোধ করেন। সাধারণ সম্পাদক তাঁর ভাষণের প্রারম্ভে - বহু সদস্যের ইস্তফা, তাদের দ্বারা গঠিত পৃথক ফোরাম, স্বল্পদিনেই জয়েন্ট অ্যাকশন্ কমিটির অবলুপ্তি, নবগঠিত ফোরামের সাথে অপর সংগঠনের সংযুক্তি ও সেই প্রক্রিয়াজাত সংগঠনের থেকে বহুজনের ইস্তফা, নবনিযুক্ত আধিকারিকদের নিয়োগ, নবনিযুক্ত আধিকারিক ও ইস্তফাপ্রদানকারী কোন কোন সদস্যের সাট্‌সায় যোগদান গত কয়েক মাসের ঘটনাবলীর বিবরণ দেন। সাট্‌সায় যোগদানে ইচ্ছুক আধিকারিকদের তিনি স্বাগত জানান ও তাঁদের সদস্যপদের জন্য আবেদন সভায় গৃহীত হবে বলে আশা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন যে সরকারের প্রদেয় কৃষি উপকরণের সঠিক মান ও সঠিক সময়ে বিতরণ কৃষকদের জন্য অত্যন্ত জরুরী এবং এই বিষয়টিকে সংগঠন অগ্রাধিকারের সাথে লক্ষ্য রাখবে। এই বিষয়টিতে কোন ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে সরকারী নিয়ম মোতাবেক উপযুক্ত ব্যবস্থা নির্ভয়ে গ্রহণ করতে তিনি সদস্যদের আহ্বান করেন, কৃষকের স্বার্থে সবসময় পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দেন। সরকারের দৃষ্টিভঙ্গীকে প্রাধান্য দিয়ে লক্ষ্য পূরণের জন্য আন্তরিকতা ও দায়বদ্ধতার সাথে কাজ করার উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে বর্তমান অধিকর্তার গঠনমূলক এবং আন্তরিক উদ্যোগে অধিকরণের কাজ উন্নত হয়েছে এবং এই উদ্দেশ্যে সংগঠন বাড়তি দায়িত্ব সানন্দে গ্রহণ করেছে। প্রত্যেক সদস্যের এই বিষয়ে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করা উচিৎ বলে তিনি মন্তব্য করেন। মাননীয় কৃষি মন্ত্রী, কৃষি সচিব এবং কৃষি অধিকর্তার মধ্যে সমন্বিত যৌথ প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যাচ্ছে বলে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন। দুর্বল পরিকাঠামো ও অপ্রতুল লোকবল নিয়েও সঠিক দামে সার বিক্রয় নিশ্চিত করার জন্য সার পরিদর্শক ও প্রজ্ঞাপিত কর্তৃপক্ষের সক্রিয় ভূমিকার প্রশংসা করেন ও ভবিষ্যতেও এই উদ্যোগ জারি থাকবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। BGREI Block গুলিতে Documentation, Training, Mobility-র জন্য নির্বাচিত ব্যয় বরাদ্দের 25% ইতিমধ্যেই জেলাগুলিতে পাঠানো হয়েছে। যেহেতু বর্তমানে পরিকাঠামো উন্নয়ন খাতে দপ্তরের হাতে তিরিশ কোটি টাকা রয়েছে, সেহেতু ব্লক, মহকুমা এবং জেলা স্তরে কৃষি ভবন নির্মাণের প্রস্তাব পাঠানোর বিষয়ে উদ্যোগ নিতে জেলা সম্পাদকদের অনুরোধ করা হয়। সাধারণ সম্পাদক সভাকে জানান যে, সংগঠনের উদ্যোগে কৃষি অধিকর্তা, ব্লক এবং মহকুমা স্তরের আধিকারিকদের সরকারী কাজে গাড়ী ভাড়া করার জন্য অর্থবরাদ্দের প্রস্তাব পেশ করেছেন এবং দপ্তর প্রাথমিক ভাবে প্রশাসনিক শাখার জন্য ৩৪৮-টি ও গবেষণা শাখার জন্য ৮-টি গাড়ী মাসে সর্বোচ্চ ২৫ দিনের জন্য ভাড়া করার অর্থবরাদ্দের বিষয়টি বিবেচনা করছে। ভবিষ্যতে মৃত্তিকা সংরক্ষণ শাখা, মূল্যায়ন শাখা ও বীজ সংশিতকরণ শাখার আধিকারিকদের জন্য এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। নবনিযুক্ত ৫৪ জন আধিকারিকের নিয়োগের সময় 'ডাবল্ পোস্টিং'-এর যে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছিল সংগঠনের তৎপরতায় তার অবসান ঘটিয়ে সকলের জন্য একটি সুষ্ঠ সমাধান করা সম্ভব হয়েছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। সাধারণ সম্পাদক উল্লেখ করেন যে, সাট্‌সার সদস্য নন এমন কিছু ঈর্ষান্বিত আধিকারিকদের সৃষ্ট বিতর্ককে ভুল প্রমাণিত করে, বর্তমান কার্যনির্বাহী কমিটির মেয়াদকালে আগস্ট, ২০১২ পর্যন্ত সংগঠনের উদ্যোগ্য ২৪১ জনের এম.সি.এ.এস., ২১১ জনের কনফার্মেশন ও ৬৫ জনের বদলী সংক্রান্ত নির্দেশিকা দ্রুততার সাথে প্রকাশ করা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় সম্পাদকমন্ডলীর প্রস্তাবসমূহ : সাট্‌সার প্রকাশনা - যেমন কৃষি পুস্তিকা ইত্যাদি; চেক, ড্রাফট অথবা সরাসরি অর্থের বিনিময়ে সংগ্রহ করতে হবে এবং পূর্বেকার প্রাপ্য না মেটানো অবধি সংগঠনের সংশ্লিষ্ট শাখাকে কোন প্রকাশনা প্রদান করা হবে না। দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভা পূর্বেকার মত দু'দিনে অনুষ্ঠিত হবে। সভার তারিখ পঞ্চায়েত নির্বাচনের নির্ঘন্টের উপর নির্ভর করে ২০১৩-এর জানুয়ারী অথবা ফেব্রুয়ারী মাসে অনুষ্ঠিত হবে যার দিন সময়মতো স্থির করা হবে। চিকিৎসা খাতে যারা সংগঠন থেকে ঋণ গ্রহণ করেছেন তাঁদের ঋণ পরিশোধ শুরু করতে অনুরোধ করা হয়। বিভিন্ন প্রকল্পের অগ্রগতি ও সমস্যা সম্পর্কে সংগঠনকে নিয়মিত অবহিত করার জন্য জেলা স্তরে কর্মরত সদস্যদের জেলা সম্পাদককে যথাযথ সাহায্য করার আবেদন করা হয়। সাট্‌সা মুখপত্রের বার্ষিক প্রযুক্তি সংখ্যার জন্য বিজ্ঞাপন সংগ্রহে সকল সদস্যকে উদ্যোগী হতে অনুরোধ করা হয়। সাধারণ সম্পাদক প্রস্তাব করেন যে রাজ্য সম্পাদকমন্ডলী এবং কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের নির্বাচন দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভার পূর্বে কোন একটি দিন অনুষ্ঠিত হবে এবং ঐ দিনে সব জেলায় একই সময়ে ভোট গ্রহণ করা হবে। সাধারণ সম্পাদক সাত জনের ইস্তফাপত্র ও ষাট জনের সদস্যপদ গ্রহণের আবেদন এবং পুরুলিয়ার শ্রী আর.এন.মিশ্র'র আজীবন সদস্যপদের আবেদন সভার অনুমোদনের জন্য পেশ করেন।

যুগ্ম-সম্পাদক (সংগঠন), শ্রী রঞ্জিত কুমার সিন্‌হা সকলকে মনে করিয়ে দেন যে কোন সার্ভিস সংগঠন সরকারী নীতিকে লঙ্ঘন করে কাজ করতে পারেনা। কৃষির উন্নতিতে সরকারের পরিকল্পনা রূপায়ণ করাকে অগ্রাধিকার দিতেই হবে। কাজেই অনৈতিক কাজে জড়িয়ে পড়া কোন সদস্যকে সাহায্য করা সংগঠনের নীতিবিরুদ্ধ। ৭১ জন আধিকারিকের উচ্চতর দায়িত্বে বদলীর বিষয়টিতে দীর্ঘদিন ধরে স্থিতাবস্থা বজায় রয়েছে বলে উল্লেখ করে তিনি জানান যে, ঐ বিষয়টি উকিলের নোটিশ প্রদানের মাধ্যমে বর্তমান সচিবের গোচরে আনা হয়েছে। দাবীদাওয়া আদায়ে সাফল্য পেতে হলে কৃষি আধিকারিকদের একটিই সংগঠন থাকা প্রয়োজন বলে তিনি মত প্রকাশ করেন।

যুগ্ম-সম্পাদক (প্রকাশনা), শ্রী গোষ্ঠ ন্যায়বান প্রকাশনার কাজে অগ্রগতির উল্লেখ করার পাশাপাশি বিভিন্ন প্রকাশনার জন্য প্রয়োজনীয় 'লেখা'-র অপ্রতুলতা সম্পর্কে চিন্তা ব্যক্ত করেন। সংগঠনের জেলা শাখার বিভিন্ন সাংগঠনিক কর্মসূচী সংগঠনের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে প্রচার করার পক্ষে তিনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

সাট্‌সা কেন্দ্রীয় কমিটির ৬ষ্ঠ সভায় উপস্থিত প্রতিনিধিবৃন্দ

কেন্দ্রীয় কোষাধ্যক্ষ, শ্রী কমল ভৌমিক জানান যে, বর্তমানে সংগঠনের দুটি অ্যাকাউন্ট - 'স্টেট এগ্রিকালচারাল টেকনোলজিস্টস্ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন, ওয়েস্ট বেঙ্গল' এবং 'সাট্‌সা পাবলিকেশন' চালু রয়েছে। প্রথমটিতে জমা পড়বে সদস্য চাঁদা, ওয়েলফেয়ার ফান্ড, রিলিফ ফান্ড, এন্ট্রি ফি, ডোনেশন, সাট্‌সা ভবন সংক্রান্ত অর্থ এবং লেভি। সাট্‌সার বিভিন্ন প্রকাশনার জন্য বিজ্ঞাপন, বার্ষিক প্রকাশনার চাঁদা, কৃষি পুস্তিকা বিক্রয়ের অর্থ ইত্যাদি জমা পড়বে 'সাট্‌সা পাবলিকেশন' অ্যাকাউন্টে। চেক/ড্রাফট সেই অনুযায়ী লিখতে হবে। তিনি সংগৃহীত অর্থের সংক্ষিপ্ত খতিয়ান পেশ করেন এবং ২০১২-'র জন্য সদস্যদের প্রদেয় অর্থ সংগ্রহ সম্পূর্ণ করতে জেলা সম্পাদকদের অনুরোধ করেন।

যুগ্ম-সম্পাদক (নির্বাচন), শ্রী তপন কুমার দাশ সংগঠনের প্রাথমিক ভোটার তালিকা প্রকাশিত হয়েছে বলে সভাকে জানান এবং ১/১১/১২ তারিখে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করার জন্য প্রয়োজনীয় সংশোধনী

*এরপর দ্বিতীয় পাতায়*

## ৬ষ্ঠ সভার প্রতিবেদন.....

*প্রথম পাতার পর*

দ্রুত জানাতে সকলকে অনুরোধ করেন। হেলথ্ স্কীম সাব কমিটির আহ্বায়ক হিসেবে তিনি বলেন যে, শুধুমাত্র জরুরী এবং গুরুতর ক্ষেত্রগুলিতে উক্ত স্কীমে প্রাপ্য আদায়ে সংগঠন যথাযথ ভূমিকা পালন করবে। ঐ স্কীমে ৩১/৩/২০১৩ পর্যন্ত অন্তর্ভূক্ত হওয়া যাবে বলে তিনি জানান।

যুগ্ম-সম্পাদক (এস্ট্যাব), শ্রী শক্তি ভদ্র বিভিন্ন সার্ভিস বেনিফিট্ সংক্রান্ত আদেশনামা প্রকাশের অগ্রগতি সম্বন্ধে সভাকে অবহিত করেন ও প্রয়োজনীয় নথিপত্র সঠিক সময়ে পাঠানোর বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে জেলা সম্পাদকদের সচেতন করেন।

যুগ্ম-সম্পাদক (গবেষণা), শ্রী সংগীতশেখর দেব জানান যে রাজ্য কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে কৃষি অধিকরণের গবেষণা শাখার সংযুক্তি বিষয়ক একটি খসড়া নথি প্রস্তুত হয়েছে এবং কিছুদিনের মধ্যেই এ বিষয়ক একটি অধিবেশনের আয়োজন করা হবে।

দপ্তর সম্পাদক, শ্রী সুজন কুমার সেন জেলা শাখা থেকে সদস্যদের বদলীর প্রস্তাবনা, জেলা সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত -ইত্যাদি কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে সময়মতো প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ জানান।

জেলা সম্পাদকদের বক্তব্য : প্রত্যেক জেলা সম্পাদক সাধারণ সম্পাদকের প্রস্তাবে সম্মতি জানান। সকলেই নবাগত সদস্যদের স্বাগত জানান এবং গত কয়েক মাসে বিভিন্ন বিষয়ে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের ভূমিকায় সন্তোষ প্রকাশ করেন। তাদের সংক্ষিপ্ত ভাষণে তারা জেলার সাংগঠনিক কর্মসূচীর বিবরণ দেন। সকলেই পরিকাঠামো ও লোকবলের অভাবজনিত সমস্যার কথা তুলে ধরেন। এ'ছাড়াও কোন কোন জেলার কিছু বিশেষ সমস্যা সংশ্লিষ্ট জেলা সম্পাদকরা উল্লেখ করেন। পশ্চিম মেদিনীপুর তাদের সঞ্চিত অর্থ ব্যয় করে গাছের চারা বিতরণ ও তার রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে জেলায় সাট্সার পরিচিতির বৃদ্ধির প্রস্তাব দেন। বিভিন্ন প্রকল্পের অর্থ বরাদ্দের নির্দেশিকা জেলা সম্পাদকদের ই-মেলে করার প্রস্তাব সভায় আলোচিত হয়। তেহট্টের সহ-কৃষি অধিকর্তা (প্রশাসন); উত্তর দিনাজপুর ও মুর্শিদাবাদের উপ-কৃষি অধিকর্তা (প্রশাসন) এবং উত্তর ২৪ পরগণার জেলা সমাহর্তার ভূমিকায় ঐ জেলার প্রতিনিধিরা ক্ষোভ প্রকাশ করেন। দার্জিলিং জেলার আলু গবেষণা থাকার এবং কালিম্পঙের কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উন্নতিসাধনের প্রস্তাব করা হয়। যেসব আধিকারিক প্রায়শই সংগঠন বদলাতে অভ্যস্ত তাদের আগামী তিন থেকে পাঁচ বছর সংগঠনের কোন স্তরেই কোন পদ না দেওয়ার সুপারিশ করা হয়। দার্জিলিং জেলার সম্পাদক আগামী কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সভা কালিম্পঙে আয়োজন করার প্রস্তাব করেন।

সাধারণ সম্পাদকের পেশ করা প্রত্যেকটি প্রস্তাব সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। ৩১/১০/২০১২ তারিখের মধ্যে সাংগঠনিক সংবিধান সংশোধনী এবং দাবীসনদে কোন অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব পাঠাতে হবে বলে নির্দিষ্ট হয়। সাট্সা মুখপত্রের বার্ষিক প্রযুক্তি সংখ্যার জন্য বিজ্ঞাপন জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ধার্য হয় ১৫/১২/২০১২। আগামী কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সভা কালিম্পঙে ৮ই ও ৯ই ডিসেম্বর ২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে বলে স্থির হয়।

সাট্সা তথা সভার সভাপতি শ্রী দীপঙ্কর ভদ্র সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

---

**State Agricultural Technologists' Service Association (W.B.)**
[Registered Under Registration of Societies Act, XXVI of 1961 No. S/30120 of 1980-81]
Regd. Office : 8D, Krishna Laha Lane, 1st Floor, Kolkata - 700 012
Website : satsawb.org; E-mail : satsa.wb@gmail.com

No. 58/12 Dated 14.11.2012.

To
The Secretary
To the Govt. of West Bengal,
Department of Agriculture,
Writers' Buildings, Kolkata

Sub : Filling up of the extremely vital posts under the Director Agriculture, Government of West Bengal

Sir,

The State Agricultural Technologists' Service Association, West Bengal (i.e. SATSA, WB) repeatedly submitted a number of memoranda to fill up the posts of ***Deputy Directors of Agriculture*** (18 posts are vacant out of for a long time, Recently, the post of ***additional Directors of Agriculture (NBR)*** has been filled by way of transfer to "higher responsible" posts on the basis of *inter-se-seniority* following the existing Recruitment Rule vide Notification No. 2224-Estab (Dte) / 12A-18/2005 (Part-I) dated 29th June, 2009.

**All these posts come under the West Bengal Agricultural Service (Administration) Cadre; an Integrated Constituted State Cadre Service.**

**You would, perhaps, agree that keeping these vital posts vacant for such a long period is detrimental to good governance and also against the interest of 'efficiency in administration'.**

Earlier, with great hope and aspiration we expected that the Department would take timely and swift actions so that the officers having lower responsibilities are not only coerced into taking over the charge of these vital posts of higher responsibilities but also get the impetus for doing their work efficiently so as to become eligible for consideration for higher post. But, in reality, it is being observed that no positive efforts are being taken by the Department to place suitable officers against the vacancies arising out of retirement on superannuation. This negligence of the Deptt has demoralized the justified aspirations and upliftment in the career of the Agricultural Officers of this Directorate, which is not at all in harmony with the line of thought of the present Government.

***The total administration of the Directorate of Agriculture is on the verge of collapse due to occurrence of such protracted vacancies.*** Periodical supervision, inspection, guidance, monitoring and evaluation have been practically stopped. Moreover, the process of transfer of technology to the farming communities of this State have been blocked / delinked due to shortage / absence of Agricultural Officers at the higher and intermediary stages, resulting in non-implementation of most of the flagship schemes executed under the Directorate of Agriculture.

We would like to draw your kind attention to the following issues which need to be addressed by the Agriculture Department.

I) There is an inordinate and inexplicable delay in awarding advancement in career to eligible WBAS (Admn.) officers by way of transfer to "higher responsible" posts on the basis of *inter-se-seniority* due to which the morale, motivation and interests of officers are prejudiced.

ii) The order passed in the Case No. OA-1111/2009 on this matter remains valid. The Hon'ble WBAT while passing the order obsrved - ***"After considering submission of the respective parties and written notes of argument placed by Mr. Chatterjee, we also find at that there is nothing in the application that petitioners would be prejudiced by the recruitment rule and order and there is nothing in the recruitment rule and order from which we can conclude that the rule and the order suffers fromvice of unreasonableness or arbitrariness".*** The referred Mr. Chatterjee is none but the Advocate on Record on behalf of the Applicants.

iii) The Government's decision to promulgate transfer in the WBAS (Admn) as per notified orders on recrod is valid. ***It is further clarified that there is no room left for reservation except at entry point in the service.*** This observation is also corroborated from the **Agriculture Department's No. 2597-Estab(Sectt) 1M-10/2009; dated 28.07.2009".**

iv) The Finance Department in its U.O. No. 3220 dated 08.02.2006 of Gr. 'P' service put their observation at *nsp-14* and *nsp-15* in the Govt. File No. AG/O/12A-18/2005 which further corroborate the same analogy.

Based on the observations of the Hon'ble Courts, Finance Department, Hob'ble Cabinet, Agriculture Department and on the prevailing philosophy of the other "Integrated Services in West Bengal", it was expected of your good office to go by the notified orders on record.

We are surprised how on the face of huge vacancies, the Government can sit tight over the matter & exploit the junior Officers to get the work done of the senior Officers holding higher responsibility and enjoying higher pay scales.

Under these circumstances, the dilly-dally attitude shown by your office since more than 23 months towards the eligible candidates waiting for getting higher responsible posts need to be accelerated immediately since so many senior officers have already retired without getting the benefit and further delay will affect the officers who are due to retire shortly.

**Therefore, it is to request you to kindly look into the matter to redress the issue as per Notification No. 2224- Estab (Dte) / 12A - 18 / 2005 (Part-I) date 29th June, 2009, *with retrospective effect from the date of occurrence of vacancies.***

Yours' faithfully

(G.K. Bhowmik)
GeneralSecretary

---

Government of West Bengal
Directorate of Agriculture
Writers' Buildings, Kolkata

No. 333-PLB (Dte.)/RKVY Dated, Kolkata, the 26th November, 2012.

*ORDER*

In pursuance of Order No. 320-PLB (Dte.)/RKVY dt. 14.11.2012 of the undersigned, an amount Rs. 9.697007 crore (Rupees Nine Crore sixty-nine lakh seventy thousand seventy) only has been drawn by the Joint Director of Agriculture (Accounts), Directorate of Agriculture, Writers' Buildings towards implementation of different sub-schemes [(1A) to 1(D)] of Stream-II project "(1) Facilitation of Agricultural Extension & Mass Campaign" under RKVY during the year 2012-13.

2. Out of above fund of Rs. 9.697007 crore an amount not exceeding Rs. 4.18038 crore (Rupees Four Crore Eighteen lakh Three thousand Eight Hundred) only is, released to the concerned Officers of this Directorate as per Annexure-I for incurring expenditure towards "(1B) - Mobility Support to Extension Functionaries (i) for Asstt. DA (Blocks), (ii) for Asstt. DA (Admn.) of Sub-division, (iii) for DDA (Seed Cert.), WB & Asstt. DA (Admn.), Seed Cert. of 4 regions, (iv) for 8 Agril. Res. Stations" under Stream-II projects of Agriculture Department under RKVY during the year 2012-13.

3. The Joint Director of Agriculture (Accounts), Director of Agriculture (Accounts), Director of Agriculture, Writers' Buildings will disburse the fund to the concerned officers through RTGS/Account Payee Cheque/ Bank Draft, as the case may be, as per Annexure-I enclosed.

4. The officers mentioned in Annexure-I will receive the fund and implement the above approved schemes for which fund is released and placed at their disposal as well as will incur expenditure observing existing financial rules and norms of the Govt. taking into account the expenditure break up & purposes as stated in Annexure-II enclosed.

5. Physical & financial progress reports are to be furnished on quarterly basis, project-wise accounts & inventory of the assets created under the projects should be carefully preserved. Utilization Certificate for the amount released & placed here-in with should be submitted to the undersigned with attention to the RKVY Cell in due course.

6. On receiving the fund, intimation may be sent to the Director of Agriculture, West Bengal, with attention to the RKVY Cell (e-mail - jdaplanwb@gmail.com) of this Directorate.

(D.P. Bhattacharyya)
Director of Agriculture, West Bengal

No. 333/1(60)-PLB (Dte.)/RKVY Date, Kolkata, the 26th November, 2012.

Copy forwarded for information and necessary action to the :

1. Secretary, Department of Agriculture, Govt. of West Bengal.
2. P.S. to the Hon'ble Minister in-charge, Agriculture, Agriculture Department, Govt. of West Bengal.
3. Addl. Director of Agriculture, North Bengal Region/Research.
4. Distrcit Magistrate, _____Distrcit.
5. Joint Director of Agriculture, Planning/Extension/Research.
6. Joint Director of Agriculture, (Accounts), Director of Agriculture, Writers' Buildings, Kolkata. He is requested to disburse the amount through RTGS/Account Payee Cheque/Bank Draft, as the case may be, to the concerned Officers of this Directorate as noted against them state in Annexure-I.
7. Joint Director of Agriculture, Bankura/Burdwan/Alipur/Krishan Nagar/ Raiganj Range.
8. Deputy Director of Agriculture (Admn.)[All]_____District.
9. Deputy Director of Agriculture (Seed Certification), West Bengal, Tollygunge, Kolkata.
10. Joint Director of Agriculture (Rice Dev), RRS, Chinsurah/ (Entomologist), Mohitnagar / (Pulses), PORS, Berhampore.
11. Economic Botanist-I, Malda/ III, Abash, Paschim Medinipur / VII, SRS, Bethuadahari/ IX, ZARS, Krishnanagar.
12. Agronomist, ZARS, Nalhati.
13. Assistant Director of Agriculture (Admn.), Siliguri Sub-division Joint Secretary, Agriculture Department, Inputs Branch, Govt. of West Bengal.
14. RKVY Cell, Directorate of Agriculture, West Bengal, Writers' Buildings, Kolkata - 1.

Director of Agriculture, West Bengal.

স্টেট এগ্রিকালচারাল টেকনোলজিস্টস্ সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন, ওয়েস্টবেঙ্গল-এর পক্ষে শ্রী ভাস্কর দত্ত কর্তৃক সম্পাদিত ও ৮ডি, কৃষ্ণ লাহা লেন, কোলকাতা-১২ থেকে প্রকাশিত এবং রয় এন্টারপ্রাইজেস্-৯৮৩০৮৬৪৭০৩, কোলকাতা-২৬ দ্বারা মুদ্রিত, বিনিময় মূল্য ২ টাকা।